

“বেসরকারি ১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে” ভর্তিতে সতর্কতা

■ সমকাল প্রতিবেদক

বেসরকারি ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গতকাল রোববার এক গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশন সরকার ও ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও প্রোগ্রামে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়েছে।

ইউজিসি বলেছে, কেউ অননুমোদিত কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অননুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত ক্যাম্পাসে প্রোগ্রাম বা কোর্সে ভর্তি হলে তার দায়দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসি নেবে না।

ইবাইস ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ড দুই ভাগে ভাগ হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে আদালতে একাধিক মামলা করেছে। এই দ্বন্দ্ব নিরসনে ইউজিসির পদক্ষেপের বিরুদ্ধে একটি গ্রুপ আদালতে মামলা করায় ওই কার্যক্রম স্থগিত আছে।

আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি সরকার বন্ধ করে দিলেও এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আদালত থেকে স্থগিতাদেশ নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। আদালতের আদেশ অনুযায়ী আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির ঢাকার বারিধারার ৫৪/১, প্রগতি সরণির ক্যাম্পাস চলতে পারে।

কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয় সরকার বন্ধ করে দিলেও ২০১৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এক বছরের জন্য সাময়িকভাবে শর্তসাপেক্ষে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি শর্ত পূরণ করতে পারেনি। আদালতে ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে মামলা চলছে।

সাঁউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ঢাকার উত্তরা, খুলনার বয়রা, কুষ্টিয়ার মজুমপুর, ঢাকার ধানমারি সাতমসজিদ রোড, রংপুরের লালবাগের কারমাইকেল কলেজ রোড, চট্টগ্রামের ওয়ার নিজাম রোড এবং চট্টগ্রামের চকবাজারের গুলজার টাওয়ারের ক্যাম্পাস অননুমোদিত।

এ ছাড়া ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগাংয়ের ৬৩, সেন্ট্রাল রোড, ধানমারি ক্যাম্পাসও অননুমোদিত।

ইবাইস ইউনিভার্সিটি, কুইন্স ইউনিভার্সিটি, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, খ্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি এবং সাঁউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ড নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে আদালতে মামলা চলছে।

কুষ্টিয়ার রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকার কেরানীগঞ্জের রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জের রূপায়ণ এ কে এম শামসুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয় এবং আনোয়ার খান মর্ডার্ন ইউনিভার্সিটি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন পেলেও এখনও শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি পায়নি। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে ইউজিসি জানিয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তি না হতে গত ২৬ এপ্রিল ইউজিসি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। পরে গণবিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিবাদী করে রিট দায়ের করলেও আদালত তা খারিজ করে দেন। পরে গণবিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবারও রিট করলে কমিশন আদালত থেকে এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য বা চিঠি পায়নি। কোর্ট থেকে মামলার আরজি উঠিয়ে শ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কমিশন গত ৪ জুন আইনজীবীকে চিঠি দিয়েছে। দারুল ইহসানের সব ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা, ক্যাম্পাস, স্টাডি সেন্টার স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি দেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি। ফলে কোনো বিদেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে প্রত্যারণার শিকার না হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করেছে ইউজিসি।

| | |
|----------------------------|----------|
| ব্যানবেইস | |
| পরিচালকের কার্যালয় | |
| প্রাপ্তি নং..... | |
| তারিখ..... | |
| চীফ পরিদেহ্যান বিভাগ | |
| চীফ ডি.এল.পি বিভাগ | |
| সিস্টেম এনালিস্ট | |
| সিস্টেম ম্যানেজার | |
| প্রোগ্রামিং কর্মকর্তা | |
| পি.এ. | |
| কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে | / |
| | স্বাক্ষর |